

# আজ মহান মে দিবস

May Day pictures from Dhaka Newspapers:

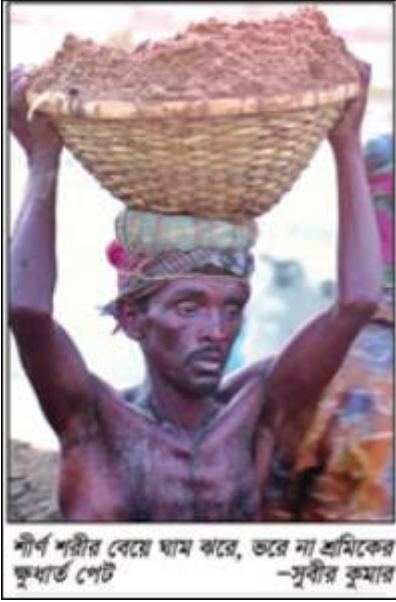


(Naya Digonta )



চট্টগ্রাম : জীবিকার তাগিদে বার্ষিক্যে ফসলে যাওয়া এই  
শরীরেও নেই বিশ্রামের অবকাশ-মোস্তাফিজুর রহমান

(Ittefaq)



(Amar Desh)



(Prothom Alo)



(\*Amar Desh)

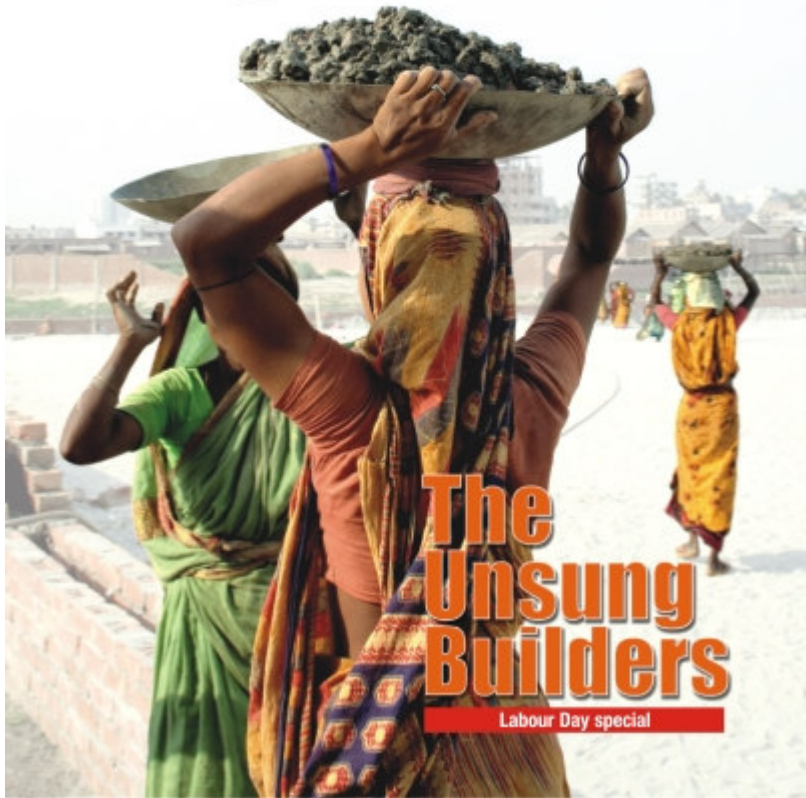
## মহান মে দিবস আজ



জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ “তোমার সেবিতে যাহারা হইল মজুর, মুটে ও কুলি,  
তোমার বহিতে যাহারা পবিত্র অঙ্গে লাগাইল ধূলি, তারাই মানুষ, তারাই দেবতা,  
গাহি তাহাদেরই গান... । বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায়  
এভাবেই শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।” আজ পহেলা মে । ▶▶▶▶

(Janakantha)

**Star**  
April 28, 2006  
WEEKEND MAGAZINE



[thedailystar.net](http://thedailystar.net)



May Day. — Photo: Tarif Rahman (Independent)

### সংবাদ ফিচার :

#### অধিকার হরণ নয়, অধিকার প্রদানই সমাধান

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান।।

মহান মে দিবস শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দিবস। আজ থেকে ১২০ বছর আগে খোদ মার্কিন মুল্লিকে হে মার্কেটে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে বিজয় হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় ৮ ঘণ্টা শ্রম ঘণ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকেই বিশ্বব্যাপী শ্রমিকরা এ দিনটিকে বিজয়, উৎসব এবং অনুপ্রেরণার দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। কিন্তু বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আজ এক ভিন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ধস নামার ফলে বিশ পঁজিরাদের আগাসনের কারণে পথিবীরব্যাপী শ্রমিক শ্রেণী আজ মারাত্মক



নামার ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদের আগ্রাসনের কারণে পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক শ্রেণী আজ মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন। এ দিবসটি এখন প্রকৃত পক্ষে আবার লড়াই সংগ্রামের দিবসে পরিণত হয়েছে।

বিগত ১২০ বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে। প্রযুক্তি বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ঘটেছে অভূতপূর্ব বিজয়। মানুষ উন্নত থেকে আরও উন্নততর জীবনযাপন করেছে। অবশ্য আমাদের দেশে তার অনেকটা উল্টো। আমরা খুব এগোতে পারিনি। এখনও আমাদের দেশের শ্রমিকরা তার শ্রমের ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। শোষণ এবং বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে আমাদের দেশের শ্রমিকদের। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে বিরাস্ত্রীয়করণের নামে সরকার সারাদেশে একের পর এক বৃহৎ কলকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয়ার পরপরই খুলনা শিল্প এলাকায় এশিয়ার বৃহত্তম পেপার মিল খুলনা নিউজপ্রিন্টসহ বহু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান একের পর এক বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। সব ঐতিহ্যবাহী শিল্প এলাকা প্রকৃতপক্ষে আজ মৃত এলাকায় পরিণত হয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেশের প্রধান লাভজনক রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সোনালী, জনতা, অগ্রণীসহ দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করে দেয়ার সুপারিশ করেছে। দেশকে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল করার মানসে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে দেশের শাসকগোষ্ঠী একের পর এক কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশে গড়ে উঠেছে এক শ্রেণীর লুটেরা, পরগাছা, ধনিক শ্রেণী যারা ঋণখেলাপি সংস্কৃতি সৃষ্টিকারী এবং সামাজ্যবাদী ও বিদেশী প্রভুদের স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে দেশের টিএন্ডটি ও রেলসহ জাতীয় সম্পদ গ্যাস ও বন্দরকে প্রভুদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

বিরাস্ত্রীয়করণের মাধ্যমে প্রায় সব কল-কারখানা একের পর এক বন্ধ করে দেয়ার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। উন্নত বিশ্বের শ্রমিকরা যেখানে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শিল্পের উন্নতি করছে, সেখানে আমাদের দেশের কলকারখানা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে মেহনতি মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। কারণ বিশ্বায়নের হোতারা হয়ত ভাবছে বিভিন্ন সৃষ্টির নির্মাতা শ্রমজীবী মানুষ যদি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে তাহলে বিভিন্ন দেশের চেহারা পাণ্টে যাবে। শ্রমজীবী মানুষের চিন্তাচেতনা পাণ্টে যাবে। পরনির্ভরশীল অর্থনীতির পরিবর্তে গড়ে উঠবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি। ১৮৮৬ সালে ১ মে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আমেরিকার শ্রমিকরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে এ দিনটির সূচনা করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের মৌলিক অধিকার। পৃথিবীব্যাপী দ্বৈরতন্ত্র বা দ্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা। আধিপত্য এবং ঔপনিবেশিক শোষণের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্ত হয়েছিল। সেখানে আজ নতুন করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হোতা বুশ নিজের দেশের জনগণসহ সারা বিশ্বের জনগণের দাবি উপেক্ষা করে ইরাকের ওপর নগ্ন ও ন্যাকারজনক হামলা করে ইরাক প্রকৃতপক্ষে দখল করার সবরকম ষড়যন্ত্রে এখনও লিপ্ত। সম্পতি ইরান হামলা করার পায়তারা করছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ অতীতের চেয়েও আরও বেশি যুদ্ধবাজ হয়ে উঠেছে। এরাই বিশ্বায়নের মুখোশ পরে নতুন আঙ্গিকে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুষমন হিসেবে আগ্রাসন চালাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থাবা থেকে এ দেশের শ্রমজীবী মানুষও রেহাই পাচ্ছে না। এরই মধ্যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশা এবং সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার যাঁতাকলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ও শিল্প পরিস্থিতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিল্প বিকাশের পরিবর্তে দেশ ক্রমশ বিশিল্পায়িত হচ্ছে।

ফরমাল সেক্টরের পরিবর্তে গড়ে উঠছে অসংখ্য ইনফরমাল সেক্টর। যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির নিশ্চয়তা নেই, নেই মৌলিক অধিকার। গার্মেন্টসসহ এসব অসংগঠিত সেক্টরে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করানো হয়। এসব অসংগঠিত সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীরা এক মানবেতর জীবনযাপন করছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয় কষ্ট, দুঃখ এবং যন্ত্রণা। শোষণের বেড়াজালে শ্রমজীবী মানুষের জীবন জর্জরিত। শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য মজুরি ও অধিকার থেকে বঞ্চিত।

এ প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের দেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের তার অর্জিত অধিকার রক্ষা এবং আদায়ের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে। সে লড়াই মূলত আমাদের দেশের সরকারগুলোর ভ্রান্ত নীতি এবং লুটেরা মালিকের বিরুদ্ধে। আমাদের দেশের শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আইএলও স্বীকৃত ৮৭ এবং ৯৮ ধারা কনভেনশন এবং প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সংগঠন করতে চাইলে মালিক এবং সরকারি প্রশাসন মরিয়া হয়ে ওঠে তা ধ্বংস করতে। এ যেন এক সতীনের অবস্থান। অথচ ইতিহাস বলে শ্রমজীবী মানুষের অবদানের জন্যই শিল্প এবং কৃষি বিপ্লব হয়েছে। এ শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন সৃষ্টির নির্মাতা হিসেবে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আমাদের দেশের লুটেরা, ধনিকরা কোনভাবেই বুঝতে চায় না। এটাই হচ্ছে আমাদের দেশের মালিকদের দৈন্যতা। একই মনোভাব আমাদের দেশের পরনির্ভরশীল সরকারগুলোর মধ্যে বিরাজমান। মানুষের বিকল্প রোবট তৈরি করতে হলেও শ্রমিকের দুটি হাত ও মেধার প্রয়োজন। তাই শ্রমিকদের অনাস্থায় নিয়ে নয়, বরং আস্থায় নিয়েই শিল্পের উন্নয়ন এবং বিকাশ সম্ভব। আমাদের দেশের সাধারণ শ্রমিকরা কাজ, দক্ষতা এবং মেধার দিক থেকে অতুলনীয়। শ্রমিকরা জানে একটি শিল্প কলকারখানার সঙ্গে মানুষের রুটি-রুজির সম্পর্ক এক এবং অভিন্ন। তাই কলকারখানার ক্ষতি কোনভাবেই শ্রমিকরা চায় না, বরং কারখানার স্বার্থে শ্রমিকরা জান দিতেও প্রস্তুত। হাজারীবাগ ট্যানারি এবং লতিফ বাওয়ানী জুট মিলসসহ যেখানে দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন ছিল বা আছে সেখানে সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশের এক ধরনের লুটেরা মালিক শিল্পে উন্নত মানের পণ্য তৈরি করে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরিবর্তে যেনতেনভাবে মুনাফা অর্জনের জন্য বেশি ব্যস্ত থাকে। অথচ জাতির প্রত্যাশা একজন দেশপ্রেমিক শিল্পোদ্যোক্তা অবশ্যই শিল্প, শ্রমিক এবং দেশের স্বার্থ দেখবে। কিন্তু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মালিকরা এ তিনটির একটির কথাও ভাবে না। ভাবে শুধু মুনাফা আর মুনাফা। তাই আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে বিদেশী পণ্যের বাজার। অবশ্য এজন্য মালিকদের বৈরী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সরকারের ভ্রান্তনীতিও সমভাবে দায়ী। এর পাশাপাশি এটাও প্রতীয়মান, দেশে সুষ্ঠু ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে এক ধরনের দলবাজি ট্রেড ইউনিয়ন। বিশেষত সরকারি ছত্রছায়ায় পাশাপাশি মালিক মদদপুষ্ট চাঁদাবাজি ও মাস্তান ট্রেড ইউনিয়ন। এরা সবসময় মালিক বা সরকারের ছত্রছায়ায় শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও প্রধান প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল, এমনকি সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিক ও দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে অনেক ক্ষেত্রে দল, ব্যক্তি স্বার্থে দলবাজিতে লিপ্ত থাকে। তারা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে শ্রমিকদের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা লুটে। এরা শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত বন্ধু নয়। সাধারণ শ্রমিক ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কোন সময় শিল্প বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। তাই শ্রমিক-কর্মচারী তথা ট্রেড ইউনিয়নের ওপর দোষ চাপিয়ে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার এক অপপ্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কোন সময় শিল্প বিকাশে বৈরী হতে পারে না। কারণ তারা জানে এ শিল্পের ওপর শ্রমিক বা তার পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই শ্রমিকদের ওপর দোষ চাপিয়ে বিশ্বব্যাপক, আইএমএফের প্রেসক্রিপশনে প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে পুঁজিপতিদের লুটপাটের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। শ্রমিকদের সস্তা শ্রমকে পণ্য করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শোষণের মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং একইভাবে অর্থনীতিকে পঙ্গু ও দেউলিয়া বানাচ্ছে।

এ অবস্থা থেকে দেশের অর্থনীতি, জাতীয় শিল্প এবং শ্রমশক্তিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন দেশপ্রেম, যা আমাদের দেশের সরকার ও লুটেরা মালিকগোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মকভাবে অনুপস্থিত। আমাদের দেশে যে জনশক্তি এবং সম্পদ আছে সেটা পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। যে উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষা হবে সে কাজে শ্রমজীবী মানুষ তার সর্বস্ব দিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে শ্রমিকরা চায় তার ন্যায্য মজুরি, যার মাধ্যমে একজন শ্রমিক তার পরিবার-পরিজন নিয়ে মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে। শ্রমিকরা তাদের মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি চায়। তাই অভিজ্ঞতা এটাই শিক্ষা দিচ্ছে, অধিকার হরণ করে নয় বরং অধিকার প্রদান এবং শ্রমিকদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করার মধ্য দিয়ে সার্বিক উন্নয়ন তথা শিল্প বিকাশের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব।

**লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র।**

## ফিচার

### মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক

১ মে মহান মে দিবস। সারাবিশ্বের মেহনতি মানুষের সংগ্রাম, ঐতিহ্য, সংহতি আর অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস। শ্রেণী বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার দিবস। এই দিন শ্রমিক সমাজের প্রেরণার দিন।

১ মে শুধু একটি দিবসই নয়, একটি ইতিহাস, একটি ঘটনা, পথ-প্রদর্শক এবং দিকনির্দেশক। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে শ্রমিক গোষ্ঠী ধর্মঘট আহ্বান করে। এ ধর্মঘটে शामिल হয় অযুত শ্রমিক। আন্দোলন ঠেকাতে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর পুলিশ হামলা চালায়। ৩ মে হামলায় ৬ শ্রমিক নিহত হয়। পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৪ মে শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে শিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্বর। সেদিনও পুলিশের গুলিতে ৫ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। এ শ্রমিক আন্দোলনের অভিযোগে ৪ শ্রমিক নেতা স্পাইজ, পর্সনস, ফিমার এবং জর্জ এনজেলসকে বন্দি করা হয় এবং বিচারে তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। এ প্রহসন বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অবশেষে রক্তাক্ত আত্মত্যাগের মাধ্যমে কায়েম হয় দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমদানের অধিকার।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি অধিকার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর ১ মে পালন করা হয় ‘মে দিবস’। শুধু শ্রম ঘণ্টা নির্ধারণ নয়; সে আন্দোলন ছিল বেতন বৈষম্য দূর করা, নিয়োগপত্র প্রদান এবং ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ।

‘... আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন পুঁজিপতিকে ঘৃণা করি না। আমি ঘৃণা করি সেই সমাজ ব্যবস্থাকে যা এসব পুঁজিপতি ও শোষক সৃষ্টি করে এবং তাদের সুযোগ করে দেয় শোষণ করতে ...’

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রমিক নেতা জর্জ এনজেলস তেজোদীপ্ত কণ্ঠে এ বাক্য উচ্চারণ



করেছিলেন। আদালত মঞ্চে তিনি যে অমর বাণী রেখে গেছেন তা কত সত্য এবং বাস্তব। আজকের সমাজে শোষণের মাত্রা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বৈষম্যের পাহাড়ের মধ্যে আমরা বসবাস করছি। ধনী ও দরিদ্রের ফারাক এতোই প্রকট, এতোই বেশি যে তার তুলনা করার মতো উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই নেই। স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে ভোগ-বিলাস, সম্পদ করায়ত্ত করার মানসিকতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের সামাজিক আদান-প্রদান এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের বিলুপ্তি ঘটছে। আর এজন্যই শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার, জুলুম ও দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষরা। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে আর প্রাচুর্যের কারণে অপচয়, অপব্যয় এবং ভোগ-বিলাসের পাশাপাশি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ব্যাপক বঞ্চনার চিত্র সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে আমাদের মধ্যকার আদল ও ইহসান মরে গেছে। উল্লেখ্য, অন্যায়-অবিচার, জুলুম যত দ্রুত ধ্বংসাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং বিবেককে পঙ্গু করে দেয় অন্য কোন কিছু তা পারে না। এসবের ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে অবিচারমূলক অর্থনীতি চিত্র ফুটে উঠেছে।

উত্তরাঞ্চলের অন্যতম শিল্পনগরী সৈয়দপুরসহ আমাদের দেশের মেহনতি শ্রমজীবী সমাজ কেমন আছে? সৈয়দপুরসহ সারাদেশে মেহনতি মানুষের আজ আর তেমন কাজের পরিবেশ নেই। নেই শ্রম ঘণ্টার কোন বালাই। রাত-দিন শ্রম দিয়েও তারা ক্ষেত্রবিশেষে ওভারটাইম পর্যন্ত পাচ্ছে না। বেশি খাটিয়ে কম মজুরি দিয়ে শ্রমজীবীদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দেয়া মালিকদের রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সাংবিধানিক আইন অমান্য করে মিল ফ্যাক্টরি ছোট-বড় কারখানা শিল্পে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। আজ এ শ্রমজীবী অসহায় আদম সন্তানরা মালিকদের অমানবিক ব্যবহার ও অমানসিক নির্যাতনের শিকার। রয়েছে মজুরি বৈষম্যসহ নানাবিধ সমস্যা। এ মেহনতি শ্রমজীবী মানুষরা তাদের কঠিন শ্রম দিয়ে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন বাড়াচ্ছে তথা মালিক পক্ষের পুঁজি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করছে। আর মালিক নিয়ে যাচ্ছে সিংহভাগ মুনাফা। দেখা যাচ্ছে মালিক দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষদের কাজ করিয়ে অল্প মজুরি দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে। অবশ্য এর বিপরীত কিছু উদাহরণও রয়েছে।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক সমাজ কোন সুখের মুখ দেখছে না। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া হচ্ছে না। তাই আজ মালিক শ্রমিকদের পুঁজি ও শ্রমের বৈষম্যের ফারাক আকাশ ছোঁয়া।

উল্লেখ্য, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ দেখভাল করার জন্য ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গঠন করা হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে আইএলও জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রায় সব দেশ আইএলওর সদস্য এবং সেসঙ্গে আইএলওর কনভেনশনে স্বাক্ষরদাতা। আইএলও'র সনদ বাস্তবায়নে নীতিগতভাবে সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৮৮৬ সালের মের শ্রমিক জাগরণের ফসল শ্রমিকদের প্রাত্যহিক নির্দিষ্ট কর্মসময় নির্ধারিত, সাপ্তাহিক ছুটি, ঐচ্ছিক ছুটি, চিকিৎসা-বিনোদন ছুটি ও ভাতা, ওভারটাইম, পেনশন, চাকরির স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তাসহ বহুবিধ বিধান ও নিয়ম নীতি। দেশের বিভিন্ন ছোটবড় মিল ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, বাস-ট্রাকে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের বেলায় কতটুকু কার্যকর।

মহান মে দিবস প্রত্যেক শ্রমজীবী-মেহনতি সমাজ নিজেদের মধ্যে ঐক্য সংহতি গড়ার শিক্ষা দেয়। আমরা সবার জন্য আইনসম্মত ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করবো মহান মে দিবসে এই হোক আমাদের শপথ।

মাহমুদ এজাজ

সৈয়দপুর, নীলফামারী

